লিপি
শিলিগুড়ি, রবিবার, ৭ জানুয়ারি ২০১৮
Siliguri•Sunday•January 7, 2018
Arthik Lipi, Page 3

বাঃ তাজ...

রাজারহাটে ইকো পার্কে 'নকল' তাজমহল দেখতে উৎসাহী মানুষের ভিড়। ---নিজস্ব চিত্র

পণের দাবিতেও লাগাতার অত্যাচার চলত

দুই কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ায় পুড়িয়ে মারা হল এক গৃহবধূকে

স্টাফ রিপোর্টার : পরপর কন্যাসন্তানের জন্ম। শুধু সেই অপরাধেই এক 'মা'কে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ! একবিংশ শতাব্দীর হাইটেক যুগেও পুত্রসন্তান জন্ম না দেওয়ার কারণে আগুনে পুড়ে মরতে হল ফতেমাবিবি (৩৪)কে। এত মারধর, এত অপমানের পরও দুই মেয়ের জন্ম দিয়েছিলেন রাজারহাট থানার পানাপুকুর গ্রামের এই গৃহবধূ। এটাই ছিল তাঁর 'গর্হিত অপরাধ'। তাতেই শ্বশুরবাড়ির হাতে আগুনে পুড়ে মরতে হয় তাঁকে। শুক্রবার বিকেলে প্রতিবেশীদের কাছে খবর পেয়ে ফতেমার শ্বশুরবাড়ি যান মৃতার মা ও কয়েকজন আত্মীয়। সেখানেই গিয়ে দেখেন বাড়ির বারান্দায় হাত-পা বাধা অবস্থায় পড়ে আছে মেয়ের দেহ। কয়েকদিন আগেই বিশ্বমঞ্চে দাঁড়িয়ে কন্যাশ্রীর জন্য বিশ্বসেরার শিরোপা এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই 'কন্যাশ্রী'র জন্ম দেওয়াতেই প্রথমে গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় ফতেমার গায়ে। পড়ে দেহ ঝলসে গেলে তা ফেলেই বাড়ি থেকে পালায় অভিযুক্তরা। ঘটনার পর রাজারহাট থানায় মৃতার স্বামী আসগর আলি মোল্লা সহ পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে ফতেমার মা। ১৫ বছর আগে দেখাশোনা করেই পানাপুকুর গ্রামের আসগর আলি মোল্লার সঙ্গে বিয়ে হয় ফতেমার। বিয়ের এক বছরের মধ্যেই এক কন্যাসন্তানের জন্ম দেন তিনি। আট বছর পর আরও এক কন্যার জন্ম দেন ফতেমা। এখন সেই সন্তানদের একজনের বয়স ১৩, অপরজনের ৫। যদিও এরপর আরও দুই কন্যার জন্ম দিয়েছিলেন তিনি। তবে মৃত্যু হয় তাদের। অভিযোগ, প্রথম মেয়ে হওয়ার পর থেকেই শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচার শুরু হয় ফতেমার উপর। দ্বিতীয় সন্তান হওয়ার পর সেই মাত্রা আরও বাড়ে। ফতেমার মা'এর বক্তব্য, 'শুধুমাত্র মেয়ের জন্ম দেওয়ার কারণে এতবছর পরও আমার মেয়েকে মারধর করত ওর স্বামী, শ্বশুড় -শ্বাশুড়ি - দেওবর রা। পাশাপাশি বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনতেও চাপ দেওয়া হত মেয়েকে। মারধর করা হত দুই নাতনিকেও।' মঙ্গলবারও ৫০ হাজার টাকা আনার জন্য জবরদস্তি বাপের বাড়ি পাঠানো হয় ফতেমাকে। কিন্তু খালি হাতে ফেরার কারণে বেধড়ক মারধর করা হয় তাঁকে। মৃতার পরিবারের আরও অভিযোগ, সম্প্রতি ওই এলাকার ইঁটভাটার এক মহিলা শ্রমিকের সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল আসগরের সঙ্গে। প্রায়ই দুজনকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখেছে স্থানীয়রাও। তবে এই সম্পর্কের বিষয় নিয়ে প্রতিবাদ করায় অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়তে থাকে।

এমনকী ফতেমাকে তালাক দিয়ে ওই মহিলাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্তও নিয়েছিল আসগর। স্ত্রীকে খুনের হুমকিও দেয়। তবে কয়েকমাস আগে খানিকটা বাধ্য হয়েই দুই মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে আসে ফতেমা। পরে পরিবারের লোকেরা বুঝিয়ে ফের শ্বশুড়বাড়ি পাঠায় তাঁকে। ফতেমার মা'র অভিযোগ,'খুনের কথা সকলেই প্রতিবেশীরা জানেন। আমরাও থানায় জানিয়েছিলাম। তারপরও আমার মেয়েকে খুন হতে হল। আর অপরাধীরাও পালিয়ে গেল।' স্থানীয় সূত্রে খবর, এই ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত আসগরের ভাই জব্বর তৃণমূলের দাপুটে নেতা।

ফতেমার পরিবারের অভিযোগ, প্রভাব খাটিয়েই খুনের পরও এলাকা ছেড়ে পালানোর সুযোগ করে দিয়েছে খোদ পুলিশ। তবে পুলিশের বক্তব্য,ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশিও চলছে। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। ঘটনার পর রাতেই প্রথমে অভিযুক্ত ও পরে মৃতার পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে থানা ঘেরাও করে স্থানীয়রা।

অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে থানা ঘেরাও মৃতার পরিবারের।

পশুখাদ্য মামলার তদন্ত করতে চাপের সম্মুখীন হতে হয়েছিল : উপেন বিশ্বাস

স্টাফ রিপোর্টার : পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে লালু যাদবের সাড়ে তিন বছরের সাজা ঘোষণা করল রাঁচি আদালত। শনিবার সাজা ঘোষণার পর স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, ''যোগীন্দর সিং বলেছিলেন, রাজনীতিবিদ্‌রা দুর্নীতিপরায়ণ হয়। ওকে ছেড়ে দাও। লালুর দিক থেকেও অসম্ভব চাপ এসেছিল।'' কিন্তু এতদিন পর লালুর সাজা ঘোষণা সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করলেন সেই কেসের তদন্তকারী আধিকারিক ও প্রাক্তন সিবিআই আধিকারিক উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। উপেন বিশ্বাসের সঠিক তদন্ত ও নাছোড়বান্দা মনোভাবের জন্যই তদন্তে লালু যাদবের জেল হয় মনে করে ওয়াকিবহাল মহল।

উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস লালুর জেলহাজত সম্পর্কে বলেন, বিচার প্রক্রিয়া একজন তদন্তকারী আধিকারিকের হাতে থাকে না কিন্তু একজন তদন্তকারী আধিকারিকের সাফল্য তার চার্জশিটে।

তদন্তকারী আধিকারিকের তদন্তের ভিত্তিতে করা বিচারক সাজা ঘোষণা করেন। তবে সাজার সময়সীমা নির্ভর করে বিচারকের উপরেই।

পাশাপাশি তিনি বলেন, রাজনীতিবিদরা অনেক সময় ছাড় পেয়ে যান। আইএএস আধিকারিকরা ধরা পড়ে যান। কিন্তু আইএএস আধিকারিকদের কাজ খাতায় কলমে লেখা থাকে তাই তারা সহজে ধরা পড়ে যান এবং তাদের সাজা হয় বেশি। রাজনীতিবিদরা কাজ করেন আড়ালে।

মহেশতলায় নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনায় গ্রেফতার অভিযুক্ত

স্টাফ রিপোর্টার : নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনায় অবশেষে গ্রেফতার অভিযুক্ত। শুক্রবার মাঝরাতে মহেশতলা থানা এলাকা থেকেই গ্রেফতার করা হয় ইরফান সাফুই(২৭)কে। মহেশতলা থানা এলাকার ঘটনা।গত বুধবার চন্ডীগড় শালপুকুর এলাকায় নিজের বাড়ির সামনে বন্ধুদের সঙ্গে খেলছিল ওই নাবালিকা। সেই সময়ে প্রতিবেশী ইরফান সাফুই নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে যায় ওই নাবালিকাকে। অভিযোগ, সেখানেই পাশবিক অত্যাচার চালানো হয়।ওই ৭ বছরের ওই নাবালিকার উপর। এমনকী এই ধর্ষণের ঘটনা কাউকে জানালে ফল ভয়ঙ্কর হবে বলেও হুমকি দেয় ওই অভিযুক্ত। তবে ভয় না পেয়ে বাড়িতে এসে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে ওই নাবালিকা।ধর্ষণের ফলে অসুস্থ হয়েও পড়ে নিগৃহীতা। পরে তাকে বিদ্যাসাগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ইরফানের বিরুদ্ধে মহেশতলা থানায় অভিযোগ জানায় নাবালিকার পরিবার। অভিযুক্ত এলাকায় দর্জির কাজ করত বলে জানিয়েছে স্থানীয়রা। তবে ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিল ইরফান সাফুই ও তার পরিবার। ঘটনায় পর ৭২ ঘন্টা কেটে গেলেও অভিযুক্তকে গ্রেফতার না করতে পারায় ক্ষোভ বাড়ছিল স্থানীয়দের মধ্যে। ইরফানের বিরুদ্ধে পসকো আইনে মামলা রুজু করা হয়। তবে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযুক্ত ইরফান সাফুইকে গ্রেফতার করে মহেশতলা থানার পুলিশ। শনিবার ধৃতকে পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। পাশাপশি বিচারকের কাছে নিগৃহীতা নাবালিকা ও অভিভাবকদের গোপন জবানবন্দিরও দাবি জানান সরকারি আইনজীবী। সেই আবেদনও মঞ্জুর হয়েছে।

অধ্যক্ষের বেনিয়মের প্রতিবাদে পদত্যাগ ৪ বিভাগীয় প্রধানের

স্টাফ রিপোর্টার : ক্লাসে অনুপস্থিতির কারণে দেশবন্ধু গার্লস কলেজে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয়নি ৮৯ জন ছাত্রীকে। যা নিয়ে রীতিমতো

ধুন্ধুমার বাধে দেশবন্ধু গার্লস কলেজে। বিক্ষোভের পাশাপাশি চালানো হয় ভাঙচুরও। তবে এবার উলটপুরাণ। উপস্থিতি নিয়ে অনিয়ম করছেন খোদ অধ্যক্ষই। আর সেই অভিযোগে বিভাগীয় প্রধানের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন ৪ জন বিভাগীয় প্রধান। অভিযোগ, ইউজিসির নিয়ম মানছেন না অধ্যক্ষই। প্রয়োজনীয় উপস্থিতি না থাকা সত্ত্বেও প্রায় ৩০ জন পড়ুয়াকে পরীক্ষায় বসার অনুমতি দিয়েছেন জয়পুরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ অশোক মুখোপাধ্যায়। আর তারই প্রতিবাদ জানিয়েই পদত্যাগ করেন ৪ জন বিভাগীয় প্রধান। সান্ধ্য বিভাগের শিফ্‌ট ইনচার্জ অনিল সাহা ও বাণিজ্যের বিভাগীয় প্রধান রাধানাথ পাইন ও শান্তা দত্ত। এবং প্রাতঃ বিভাগের শিফ্‌ট ইনচার্জ মৌ চট্টোপাধ্যায়। পদত্যাগী অনিল সাহার বক্তব্য, 'শুধুমাত্র সান্ধ্য বিভাগের ৩২ জনকে সুযোগ করে দেওয়ায় অন্য পড়ুয়াদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে এটা মানা যায় না। যেখানে ইউজিসির নিয়মই আছে ৬০ শতাংশ না হলে কোনও ছাত্র-ছাত্রীকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া যাবে না। অথচ খোদ অধ্যক্ষই সেই নিয়ম মানছেন না।'

আরও এক পদত্যাগী মৌ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য,'একেই নিয়ম অমান্য করা। অপরদিকে বাছাই করা কিছু পড়ুয়াকে সুযোগ পাইয়ে দেওয়া এটা কখনও কাম্য নয়। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী উপস্থিতি নিয়ে আপস করতে বারণ করেছেন। সেখানে কি করে একজন অধ্যক্ষ সেই নিয়ম মানছেন না।' কলেজ সূত্রের খবর, চলতি বছরে বাণিজ্য বিভাগে প্রথম সেমিস্টারে প্রাতঃ, দিবা ও সান্ধ্য বিভাগে অনার্স ও পাস মিলিয়ে মোটর অনুমতি দিয়েছেন। পদত্যাগী অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের প্রশ্ন, 'যে নিয়ম খুদ উপাচার্য ভাঙতে পারে না তা কি করে অধ্যক্ষ ভাঙছেন?' তবে তিনি কোনও বেনিয়ম করেননি বলে জানিয়েছেন অধ্যক্ষ অশোক মুখোপাধ্যায়। তার পাল্টা যুক্তি চলতি শিক্ষাবর্ষে এই কলেজে বারবার গোলমাল বেধেছে। তাই ভয়ে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের সান্ধ্য কলেজে পাঠাননি। ১৩৪ জনকে নয়, প্রথমে ১৯৬ জনকে আটকানো হয়েছিল। পরে সান্ধ্য বিভাগের ৩২ জনের উপস্থিতির হার ৫০ শতাংশ ছিল বলে জানান অশোক মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন,'যারা ৫০ শতাংশ দিনে আসতে পারে, তারা ৬০ শতাংশ দিনেও আসতে পারে। কলেজে গোলমালের জেরে উপস্থিতির হার কমেছে। তাই ১০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়েছে।'

এর আগে প্রায় একই দাবিতে দেশবন্ধু গার্লস কলেজে বিক্ষোভ দেখায় পরীক্ষায় বসার অনুমতি না পাওয়া ছাত্রীরা। শিক্ষকদের একাংশের মত এই কলেজে ১০৭ জন ছাত্রীর মধ্যে যদি ৮৯ জনকে উপস্থিতির হার পর্যাপ্ত না থাকায় পরীক্ষায় বসার অনুমতি না দেওয়া হয়। সে ক্ষেত্রে জয়পুরিয়া তা পারবে না কেন? তবে এক সঙ্গে ৪ জনের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগের সোরগোল পরে গেছে শিক্ষা মহলে।

এবার স্কুল থেকেই নীতিশিক্ষায় উদ্যোগী রাজ্য

স্টাফ রিপোর্টার : পড়ুয়াদের হাতে শিক্ষক নিগ্রহের মতো ঘটনা রুখতে এবার উদ্যোগী হল রাজ্য। চলতি সপ্তাহেই প্রথমে চারুচন্দ্র ও পরে দেশবন্ধু গার্লস কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে নিগৃহীত হতে হয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। তবে এই প্রথম নয়। এর আগেও রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ, একাধিক জেলায় এই ধরনের শিক্ষক নিগ্রহের ঘটনা সামনে এসেছে। যাঁদের কাছে শিক্ষার পাঠ নিতে আসে ছাত্র-ছাত্রীরা, তাঁদেরকেই ঘেরাও বা শারীরিক নিগ্রহের মতো ঘটনা ঘটাতেও বিন্দুমাত্র ভাবছে না পড়ুয়ারা। তাই এবার স্কুলস্তর থেকেই নীতি শিক্ষার পাঠ দিতে উদ্যোগ নিচ্ছে শিক্ষা দফতর। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে সিলেবাস কমিটির সঙ্গে একপ্রস্থ আলোচনাও করেছে শিক্ষা দফতরের আধিকারিকেরা। দ্রুত এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেও শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর।

এই প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য,'কথায় কথায় শিক্ষকদের গায়ে হাত তোলা, তাঁদের ঘেরাও করে রাখা বাঞ্ছনীয় নয়। পড়ুয়াদের আচরণ আস্তে আস্তে অত্যন্ত লজ্জাজনক জায়গায় পৌঁছাচ্ছে। সেক্ষেত্রে এই ধরনের নীতিশিক্ষার খুব দরকার।' আর সেকথা মাথায় রেখেই স্কুলস্তর থেকেই নীতিশিক্ষার পাঠ দিতে চাইছে শিক্ষা দফতর। শিক্ষকদের স্থান সমাজে সবার উপরে। এখন সেই শিক্ষকদের গায়েই হাত তুলছে পড়ুয়ারা। সঙ্গে গালিগালাজ। তবে শুধুমাত্র এই কারণেই নয়। শিক্ষামন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'বাবা-মা বকলেও আজকাল আত্মহত্যার মতো ঘটনা ঘটছে। এই প্রবণতাও কমানো উচিত।' সব মিলিয়ে এবার সিলেবাসে আসতে চলেছে নীতিশিক্ষাও।

একটু উষ্ণতার জন্য...। গঙ্গাসাগরে যাওয়ার আগে বাবুঘাটে সুখটান নাগা সন্ন্যাসীদের।